Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তিশা সরকার

রোলঃ 227020319

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তিশা সরকার

রোলঃ 227020319

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তিশা সরকার, আইডিঃ 227020319 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tisha Sarkar

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তিশা সরকার

আইডিঃ 227020319

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

মসজিদ পরিচিতি 5

মসজিদ নির্মাণের ফজিলত 6

ইসলামের প্রথম মসজিদ 7

মসজিদ স্থাপত্য 7

মসজিদের গুরুত্ব 8

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা 9

মসজিদে ইলমচর্চা 9

একত্ববাদের চেতনা তৈরি 11

ভ্রাতৃত্ববোধ 11

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন 12

পারিবারিক সংকট নিরসন 12

পরামর্শগৃহ 12

মসজিদে আইন ও বিচারব্যবস্থা 13

মসজিদে অর্থনৈতিক ভূমিকা 13

অধিক নেকীর আশায় মসজিদে সফর করা 14

মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার 15

কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা 17

মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া 18

পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদ 19

ইসলামের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ তিন মসজিদ 23

সর্বশেষ কথা 26

মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ হলো মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে সালাত আদায় করার ধর্মীয় স্থাপনা। শব্দটির উৎপত্তি (জুসুদ) শব্দ থেকে যার আভিধানিক অর্থ হলো - মাথা অবনত করা, অর্থাৎ সিজদা করা।

সাধারণভাবে যে সকল ইমারায় মুসলিমরা একত্র হয়ে প্রাত্যহিক সালাত আদায় করেন, তাকে মসজিদ বলা হয়। মসজিদে প্রবেশ করলে মুমিনের মন আল্লাহর ভালোবাসার সৌরভে প্রশান্ত হয়ে যায়। সেখানে মুমিনরা মহান আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। এটি হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান। যেসব মসজিদে নিয়মিত সালাত আদায়ের পাশাপাশি শুক্রবারে জুমু'আর সালাত আদায় করা হয় এবং অন্যান্য ইসলামি কার্যাবলী সম্পাদিত করা হয়, সেগুলোকে জামে মসজিদ বলা হয়। মসজিদে মুয়াজ্জিন সালাতের সময় হলে, সালাতের জামাতে অংশগ্রহণের জন্য মসজিদ থেকে উচ্চস্বরে আযান দেন, এছাড়া তিনি ইকামত দিয়ে থাকেন। মসজিদে একজন ইমাম থাকেন যিনি সালাতের ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন। একইসাথে ইসলাম ধর্মের কিবলা বা উপাসনার দিক লক্ষ্য করে বানানো হয় মিহরাব। মসজিদের সম্মুখভাগে বাড়তি একটি অংশ বানিয়ে সাধারণত মিহরাব তৈরি করা হয়, যেখানে ইমাম দাঁড়িয়ে সালাতে নের্তৃত্ব দেন। একটি মসজিদের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে- (১) জুল্লাহ বা নামাযঘর, (২) সাহন বা চত্বর, এবং (৩) রিত্তয়াক বা চারদিকের ছাউনিযুক্ত বারান্দা।

মসজিদ হলো মুসলিমদের ধর্মীয় কার্যাবলীর প্রাণকেন্দ্র। কিয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন

মসজিদ নির্মাণের ফজিলত

মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র। এ কারণে রাসুল সা. হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মদিনায় হিজরতের সময় যাত্রাবিরতিকালে তিনি কুবা নামক স্থানে ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে মদিনায় পৌঁছে তিনি মসজিদ-ই-নববি স্থাপন করেন। এবং সেখান থেকেই ইসলামের জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।(সূরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।' (বুখারি, হাদিস : ৪৫০)

আর মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিযুক্ত রাখা জরুরি। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫)

মসজিদ নির্মাণ একটি পুণ্যময় কাজ, যার সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। যত দিন সেই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হবে, তত দিন নির্মাণকারী এর সওয়াব পেতে থাকবে। তাই আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা।

ইসলামের প্রথম মসজিদ

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের অভিমুখে সর্বপ্রথম যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, তার নাম কুবা মসজিদ। এখানে তিনি সর্বপ্রথম সালাত আদায় করেন। হিজরী প্রথম বর্ষে মসজিদে কুবা নির্মিত হয়। মসজিদে কুবা মক্কা শরিফ থেকে ৩২০ কিলোমিটার উত্তরে ও মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মসজিদে নববি থেকে এর দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। কুবা একটি বিখ্যাত কূপের নাম। সময়ের পরিক্রমায় এ কূপকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে উঠেছে, তাকেও কুবা বলা হতো। এরই সূত্রে মসজিদের নাম হয়ে যায়- মসজিদে কুবা।

হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের প্রথম দিন কুবা অবস্থানকালে এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন ও মসজিদের নির্মাণকাজে সাহাবাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন, এবং এখানে সালাত আদায় করেন।

মসজিদ স্থাপত্য

প্রায় প্রত্যেক মসজিদ স্থাপত্যেরই একটি সাধারণ গাঠনিক রূপ থাকে। যেমন- মূল প্রার্থনাকক্ষ, ছাদের উপর স্থাপিত অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ এবং উঁচু মিনার। এ গঠনের ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন ভূখন্ডের মানুষের সংস্কৃতি, আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, শাসন কাঠামো, রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতি সকল দিকই সংশ্লিস্ট ভূখন্ডের ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

মসজিদের গুরুত্ব

মসজিদ পৃথিবীর আদি নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে সবার আগে মসজিদ সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য (সূরা, আলে ইমরান : ৯৬)। রাসুলুল্লাহ সা. যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ হাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এরপর তিনি যখন মদিনা নগরীতে প্রবেশ করলেন, সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনার কেন্দ্রবিন্দুতে নির্মাণ করলেন মসজিদ। তখন মুহাজির সাহাবিদের কোনো ধনসম্পদ ছিল না। সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় রেখে তারা এক কাপড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। এই রকম সংকটময় মুহূর্তেও রাসূল সা. মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করে এর অবকাঠানো তৈরি করলেন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে রাসূল সা. শুধু আদেশ করেই ক্ষান্ত হননি, হাদিস ও ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবিদের সাথে তিনি নিজ হাতে কাদামাটির ইট বানিয়েছেন, সেই ইট কাঁধে বহন করেছেন। রাসূলের কাছে মসজিদের নির্মাণ কাজও এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তিনি যে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, বারবার তার নজির স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, যারা মসজিদ নির্মাণ করে, তাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর বানাবেন। (বুখারি ও মুসলিম)

অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে। সাত শ্রেণির এক শ্রেণি হলো ওই সকল মানুষ, যাদের হৃদয় সব সময় মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসুল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছে।রাসুল সা. ইরশাদ করেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। আর সর্ব নিকৃষ্ট স্থান বাজার। মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। মুসল্লিরা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন থাকেন। মসজিদকে মুমিনরা অত্যন্ত ভালোবাসেন, মসজিদের সঙ্গে মুমিনের যেন আত্মার সম্পর্ক। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদে প্রবেশ করলে অনেক সময় অবস্থান করতেন আর বাজারে গেলে খুব জলদি জলদি ফিরে আসতেন।

মসজিদে ইলমচর্চা

রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস থাকতেন। তারা রাসূলের সা. মুখনিঃসৃত হাদিস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। (মুসলিম)

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই

অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর কোনো সমাজে ইসলামি জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ। এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

একত্ববাদের চেতনা তৈরি

মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে, সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী একজন ইমাম যখন মসজিদে নববির আদলে তার মুসল্লিদেরকে তাওহিদের দীক্ষা দেন এবং শিরিকমুক্ত ঈমান গঠনের নাসিহাহ পেশ করেন, তখন সেই সমাজ খুব সহজেই তাওহিদি সমাজে পরিণত হয়।

ভ্রাতৃত্ববোধ

ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে। নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন, মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন। আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করারে মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

পারিবারিক সংকট নিরসন

রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি। কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন। একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

পরামর্শগৃহ

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববিতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও। রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরমর্শসভার বিকল্প নেই। পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত তো আছেই, পাশপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদে আইন ও বিচারব্যবস্থা

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনালি দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে। অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

মসজিদে অর্থনৈতিক ভূমিকা

সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বণ্টন করতেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন। জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই। আমারাও এভাবে মসজিদে সকল প্রকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ।

অধিক নেকীর আশায় মসজিদে সফর করা

অধিক ছওয়াবের আশায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন মসজিদে ভ্রমণ করে থাকে। মসজিদে বরকত বা মৃত ব্যক্তির ফয়েয পাওয়ার আশায় এমনটি করে থাকে। অথচ হাদিছে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, ‘তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববি এবং মসজিদুল আক্বসা।(বুখারি)

অতএব বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বরকতের আশায় বেশী নেকী অর্জনের জন্য উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর কোন মসজিদে যাওয়া যাবে না। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা বর্তমানে অনেক দেখা যাচ্ছে। অথচ রাসূল সা. দেড় হাজার বছর পূর্বেই এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বলে গেছেন।

মসজিদের আদব ও শিষ্টাচার

১. মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ে নেওয়া। ২. তারপর রাসূল স. এর প্রতি দরুদ শরিফ পড়ে নেওয়া। ৩. অতঃপর মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়া—আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক। ৪. মসজিদে ডান পা আগে রাখা। ৫. মসজিদে প্রবেশ করে ইতিকাফের নিয়ত করা।—(ইবনে মাজাহ ও শামী) (৬) অজুসহ পাকপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নত। নাপাক অবস্থায় অথবা পেঁয়াজ-রসুনের মতো দুর্গন্ধযুক্ত কোনো খাবার খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়। বিড়ি-সিগারেট, গুল-জর্দা, তামাক ও মাদকজাতদ্রব্য খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা মাকরুহ। (৭) মসজিদে ধীর-স্থিরতার সঙ্গে গমন করা উচিত। রাকাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তাড়াহুড়া করে দৌড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাজে অবশ্যই ধীর-স্থিরতার সঙ্গে আসবে। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, পূর্ণ করবে।' (বুখারি, হাদিস :৬০৯) (৮) মসজিদে প্রবেশকারী দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় ছাড়া বসবে না। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত নামাজ আদায় না করে বসবে না।' (বুখারি, হাদিস : ১১১০)। (৯) মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা। সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে, মসজিদ গল্পের জায়গা নয়, নিছক ইবাদতের জায়গা।বর্তমানে মানুষ মসজিদের আদব পালনের ক্ষেত্রে অনেক অমনোযোগী, অধিকাংশ মানুষ মসজিদে প্রায়ই শোরগোল করে, এতে মসজিদের সম্মান ও মর্যাদার বরখেলাপ হয়। নবি করিম সা. বলেন, বাজারের হট্টগোল থেকে বেঁচে থাক এবং মসজিদকে দুনিয়াবী কথাবার্তা দ্বারা বাজারের সাদৃশ্য করো না। (১০) মুখে অথবা অন্য কোনোভাবে শরীরে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করা। এতে করে অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সা. কাঁচা পেঁয়াজ বা কাঁচা রসুন খেয়ে অথবা দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।(১১) যখন ইমাম খুতবা শুরু করবেন তখন মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তির খুতবা শুনা ওয়াজিব।(১৩) নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করা একদমই উচিত নয়। এই সম্পর্কে মহানবি (স) এর একটি হাদিস আছে যার সারমর্ম এই—তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, যদি তোমরা নামাজ আদায়কারির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার গোনাহ সম্পর্কে জানতে তাহলে ৭০ হাজার বছর অপেক্ষা করতে তার পরও নামাজের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে না।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় (১৪) প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়া।(১৫). তারপর রাসূল সা. এর প্রতি দরুদ শরিফ পড়া। (১৬) অতঃপর এ দোয়া পড়া—আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিনফাদলিক, (১৭) মসজিদের বাইরে বাম পা আগে রাখা ও (১৮) অতঃপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা। তারপর বাম পায়ে পরা।

কবরস্থানে মসজিদ তৈরি করা এবং সেখানে সালাত আদায় করা

বিভিন্ন দেশে করবস্থানকে লক্ষ্য করে অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠেছে। হাজার কিংবা শত বছর পূর্বে মারা গেছেন এমন কোন খ্যাতনামা আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তির কবরকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল পাকা করে তার উপরে সৌধ নির্মাণ করেছে এবং সেখানে মসজিদ তৈরি করেছে। এভাবে যুগের পর যুগ বিনাপূজির বিশাল ব্যবসা চলছে। এই সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কোটি কোটি মানুষ সালাত আদায় করছে। কখনো কবরকে সামনে করে, কখনো ডানে কিংবা কখনো বামে করে। আবার কখনো পিছনে করে। অথচ এটা কবরস্থান। এ ধরনের স্থানে কস্মিনকালেও সালাত হবে না।

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, ‘পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।(তিরমিজি)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উপমহাদেশে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মাজার তৈরি হয়েছে। আর সেগুলোতে একাধিক মসজিদও আছে। যা মৃত পীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক বছর উরস করা হয়। লাখ লাখ মানুষের ভীড় জমে। এই আনন্দ অনুষ্ঠান করে তাকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে। আর এই তীর্থস্থানেই মানুষ কোটি কোটি টাকা, গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি নযর-নেওয়ায করছে। যার মূল উদ্দেশ্যই থাকে মৃত পীরকে খুশি করা। উক্ত স্থান সমূহে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে সালাত আদায় করা হারাম।

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সা.- কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি।(সহিহ-মুসলিম)

অতএব মসজিদের নামে যেভাবে মূর্তি ও কবরপূজা চলছে তা প্রাচীন যুগের শিরকের ঘাটির শামিল। মুসলিম উম্মাহকে সচেতনভাবে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে। কা'বা চত্তর থেকে রাসূল সা. যেভাবে মূর্তি অপসারণ করেছিলেন সেভাবে তা অপসারণ করতে হবে। সালাতের স্থানগুলোকে যাবতীয় শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে।

মসজিদের পাশে মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়া

মৃত ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান ও ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পায়, এমন ধারণা করে সাধারণতঃ এটা করা হয়। অনেকে এ জন্য অছিয়তও করে যান। অথচ এগুলো ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র। এভাবে অনেক মসজিদকে কবরস্থানে পরিণত করা হয়েছে। মূলতঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জমিতে কবর দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। না জেনে কবর দেওয়া হলে সেই কবরকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে।(সহিহ-বুখারী)

আর যদি সেই কবর পুরাতন হয় তাহলে মাটির সাথে সমান করে দিতে হবে এবং ঐ জায়গা সাধারণ জায়গার মত ব্যবহার করতে হবে।(ফিকহুস সুন্নাহ) অন্যথা সেখানে সালাত হবে না। এছাড়া মসজিদের পার্শ্বে পৃথক জমিতে কবর থাকলে অবশ্যই প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে আলাদা করে নিতে হবে। মূলকথা মসজিদকে কবরের ধরাছোঁয়া থেকে দূরে রাখতে হবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদ

মসজিদে কেন যাব-

আল্লাহর ঘর মসজিদে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। যেমন—

১. আল্লাহর মেহমান : মসজিদ আল্লাহর ঘর। আর মসজিদে গমনকারী আল্লাহর মেহমান। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি তার বাড়িতে সুন্দরভাবে অজু করল এবং মসজিদে গমন করল, সে আল্লাহর অতিথি।

আর মেজবানের জন্য অতিথির সম্মান করা আবশ্যক।' (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব : ১/২১৪)

২. সর্বোত্তম স্থান : পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে মন্দ স্থান বাজার এবং সবচেয়ে উত্তম স্থান মসজিদ।' (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস : ৭৪১)

৩. আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকা : যারা ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পবিত্র অবস্থায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জীবন-জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নবীজি (সা. বলেন, 'তিন ব্যক্তির প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। সে বেঁচে থাকলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার জন্য মহামহিম আল্লাহ জামিন হন। যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো তার জন্যও আল্লাহ জামিন হন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) রওনা হলো তার জন্যও আল্লাহ জামিন হন।

' (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১০৪)

৪. ইবাদতের স্থান : মসজিদ মুমিনের ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহর জিকির করার স্থান। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যেসব ঘরে—যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' (সূরা : নুর, আয়াত : ৩৬)

৫. হিদায়াতের উৎস : মসজিদ আসমানি হিদায়াত লাভের অন্যতম উৎস। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারাই আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে, নামাজ আদায় করে এবং জাকাত দেয়, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ (সূরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)

৬. গুনাহ মাফ : উত্তমভাবে অজু করে মসজিদে গমন করলে আল্লাহ প্রতি কদমে গুনাহ মাফ করেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করল, তারপর নামাজের (মসজিদ) উদ্দেশ্যে বের হলো। কেবল নামাজই তাকে বের করল বা তাকে উঠিয়েছে, তার প্রতি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন অথবা একটি করে গুনাহ মাফ করবেন।’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৬০৩)

৭. কিয়ামতের দিন আলো লাভ : যারা অন্ধকার উপেক্ষা করে মসজিদে যাবে তারা পরকালে আলো লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫৬১)

মসজিদে কিভাবে যাব

আল্লাহর ঘর মসজিদের কিছু আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে। যেমন—

১. পরিপাটি হয়ে যাওয়া : মসজিদে পরিপাটি হয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করে যাওয়া মুস্তাহাব। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে বনি আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করো।’ (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমরা সচরাচর পরিহিত কাপড় ছাড়া যদি জুমার দিনে পরার জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে পারো, তবে তা-ই করো।’ (আবি দাউদ, হাদিস : ১০৭৮)

২. হেঁটে মসজিদে যাওয়া : সুযোগ থাকলে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি কি তোমাদের বলব না, আল্লাহ তাআলা কী দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! হ্যাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেন, কষ্ট থাকার পরও ভালোভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি কদম ফেলে যাওয়া এবং এক নামাজ শেষ করে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটাই হলো 'রিবাত' (প্রস্তুতি)। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৫১)

৩. ধীরস্থিরতার সঙ্গে মসজিদে যাওয়া : মসজিদে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে যাওয়া। তাড়াহুড়া না করা। নবীজি সা. বলেছেন, যখন সালাত শুরু হয়, তখন দৌড়ে গিয়ে সালাতে যোগদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে নামাজে যোগদান করবে। সালাতে ধীরস্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামাতের সঙ্গে সালাত যতটুকু পাবে আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় পরে তা পূর্ণ করে নেবে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৯০৮)

৪. প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দোয়া পড়া : রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন এই দোয়া পড়ে—উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রহমাতিক, অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করুন। তিনি আরো বলেন, আর (যখন কেউ) মসজিদ থেকে বের হয় সে যেন পাঠ করে—উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক, অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৫২)

৫. দুই রাকাত নামাজ পড়া : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন দুই রাকাত নামাজ পড়ার পর বসে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭১৪)

৬. দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত না থাকা : মসজিদে আসার পর ইবাদত-বন্দেগিকে প্রাধান্য দেবে এবং জাগতিক কাজ পরিহার করবে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যখন তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয় বা বিক্রয় করতে দেখবে, তখন বলবে, আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করুক।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৩২১)

৭. কণ্ঠ উঁচু না করা : মসজিদে আওয়াজ উঁচু করা শিষ্টাচারবহির্ভূত। কেননা হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় সাহাবিদের উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়তে শুনে পর্দা সরিয়ে বললেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় রবের সঙ্গে চুপিসারে আলাপে রত আছ। কাজেই তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিয়ো না এবং পরস্পরের সামনে কিরাতে বা নামাজে আওয়াজ উঁচু কোরো না। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১৩৩২)।

ইসলামের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ তিন মসজিদ

সব মসজিদ আল্লাহর ঘর। কিন্তু মর্যাদা ও ফজিলতের দিক থেকে ইসলামে চারটি মসজিদকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হলো—মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদুল আকসা। বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এই তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব মসজিদের মর্যাদা সমান।
পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হলো মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম। কোরআন ও হাদিসে এ মসজিদের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

মুসলমানদের কিবলা

মুসলমানদের কিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে সালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের (কাবাগৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কাবার দিকে) ফিরিয়ে দাও।’
(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব : মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফজিলত অন্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি।
কাবাগৃহ সামনে বা পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কাবার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কাবা হচ্ছে মদিনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায়

গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করতাম।(বুখারি, হাদিস : ৩৯৪)

মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

কাবাগৃহের বিশেষ মর্যাদা এ কারণেও যে এখানে কোনো বিধর্মী তথা কাফির-মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনরা! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের কাছে না আসে।’(সূরা : তাওবা, আয়াত : ২৮)
আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) নবম হিজরিতে হজে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে আমি যেন কোরবানির দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দিই যে এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। (বুখারি, হাদিস : ১১৯০)

মসজিদে নববীর ফজিলত

মদিনায় অবস্থিত মসজিদে নববী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত।
এই মসজিদের বিশেষ ফজিলত আছে। এই মসজিদও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে ‘হারামাইন’ বলা হয়।
মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ে হাজার গুণ বেশি সওয়াব : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, মসজিদুল হারাম (কাবা) ছাড়া আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি সওয়াব।(বুখারি, হাদিস : ১১৯০)

এই মসজিদের একটি স্থান হলো জান্নাতের বাগান : আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ মাজিনি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান।(বুখারি, হাদিস : ১১৯৫)

অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজের (কাউছার) ওপর। (বুখারি, হাদিস : ১১৯৬)

মসজিদুল আকসার ফজিলত

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদুল আকসা। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাকদিস' ফিলিস্তিনের কুদস অথবা জেরুজালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলিয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) ৪০ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

মুসলমানদের প্রথম কিবলা : সালাত ফরজ হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস 'বায়তুল মুকাদ্দাস' ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা।

ইসরার শেষ স্থান : রাসূলুল্লাহ সা.-কে মহান আল্লাহ তাআলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায়, যার চতুষ্পার্শ্ব আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা ইসরা : আয়াত : ১)

মিরাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ সা.-কে এই মসজিদ থেকেই মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়েছিল।

সর্বশেষ কথা

মসজিদ হলো আল্লাহর ইবাদতের স্থান, যেখানে এলে ধনী, গরিব সবাই সমান। সব পেশার মানুষ তখন এক হয়ে সালাত আদায় করেন। আল্লাহর পছন্দের স্থান মসজিদ। মসজিদে অন্তর প্রশান্ত হয়, আল্লাহর আনুগত্য লাভ করার মাধ্যম এই মসজিদ। জান্নাত লাভের মাধ্যম মসজিদ। মসজিদ মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাসূল সা. ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক। সেই অর্থে মসজিদ আমাদের জন্য রাসূলের সা. রেখে যাওয়া আমানত। এই আমানতের সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার আমাদের ওপর ফরজ দায়িত্ব। মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল সা. একটা পৃথিবীর পট পরিবর্তন করেছিলেন। পতোন্মুখ এই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।